বাংলাদেশের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করতে আগ্রহী ভুটান

সংগৃহীত ছবি

ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে নিউইয়র্কে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠকে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি, অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ, জলবিদ্যুৎ ব্যবহার, ওষুধশিল্পে বিনিয়োগ ও ফাইবার অপটিক সহযোগিতার প্রস্তাব দেন। উভয়পক্ষ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনা বাড়াতে আশাবাদী।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনের ফাঁকে শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে তিনি বাংলাদেশের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) স্বাক্ষরের আগ্রহ প্রকাশ করেন।

তোবগে প্রস্তাব দেন, ভুটানের 'গেলেপু মাইন্ডফুলনেস সিটি (জিএমসি)' অর্থনৈতিক অঞ্চলকে কুড়িগ্রামে বরাদ্দকৃত ভুটানি বিনিয়োগকারীদের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত করা গেলে উভয় দেশ লাভবান হবে। তিনি বলেন, এই উদ্যোগ বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ককে নতুন মাত্রা দেবে।

প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস ভুটানের প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশ ও ভুটান আরও উন্নত বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও যোগাযোগের মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে। তিনি দুই দেশকে সব সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর আহ্বান জানান।

ভুটানের প্রধানমন্ত্রী ধর্মীয় পর্যটনের প্রসারেও আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি উল্লেখ করেন, বাংলাদেশি বৌদ্ধ ভিক্ষুরা ভুটান সফর করলে তা পর্যটন খাতের বিকাশে সহায়ক হবে।

এছাড়া তিনি বাংলাদেশের জন্য ভুটানের জলবিদ্যুৎ সম্পদ কাজে লাগানোর প্রস্তাব দেন। পাশাপাশি ভুটানের ওষুধশিল্পে বাংলাদেশি বিনিয়োগকে স্বাগত জানানো এবং ফাইবার অপটিক সংযোগ স্থাপনে সহযোগিতা চাওয়ার কথাও জানান।

বৈঠকে দুই নেতা রোহিঙ্গা সংকট নিয়েও আলোচনা করেন। তোবগে জানান, ৩০ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ আয়োজিত পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে ভুটান এ ইস্যুতে অংশগ্রহণ করবে।